দৈনিক ইনকিলাব

17

তারিখ 06 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫৫ কলাম ১৩

শিক্ষাঙ্গনে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ফরম প্রসঙ্গে

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে এমএ এবং এমএসএস প্রথম পর্বে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহবান করেছেন।

এবার পরীক্ষার ফিস বাবত সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিভাগের ভর্তি ফরমের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ (একশ') টাকা। অথচ আমরা যখন ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ প্রথম পর্বে ভর্তির জন্য বিভিন্ন বিভাগ থেকে ভর্তি ফরম কিনেছিলাম, তখন ফরমের মূল্য ছিল ২০ (কুড়ি) টাকা। আর গত বছর অর্থাৎ ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে এমএ এবং এমএসএস প্রথম পর্বে ফরমের ক্রয়মূল্য ছিল ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা। এখানে দেখা যাচ্ছে, ধারাবাহিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের ভর্তি ফরমের মূল্য বাড়িয়েই চলেছেন। ফরমের মূল্যের এই চলমান উর্ধ্বগতিতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের এবং তাদের অভিভাবকদের যে এক চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয় এবং হচ্ছে তা কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভেবে দেখেছেন? বাংলাদেশ গরীব দেশ এবং গরীব এ দেশের জনগণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হওয়া কিংবা এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নেবার জন্য বাংলাদেশের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয়েই একটা পরম সুখ স্বপ্ন সযত্নে লালিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেতে হলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়, একটা কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুরসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এইসব ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। একটি বিভাগ থেকে ফরম কিনে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে কোন ছাত্র-ছাত্রীই একশ' ভাগ নিশ্চিত হতে পারে না যে, সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এমএ এবং এমএসএস পর্যায়ের সব ছাত্র-ছাত্রীরা একাধিক বিভাগ থেকে ভর্তি ফরম কিনে প্রত্যেকটি বিভাগেরই ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। এতে দেখা যায়, খোদার ইচ্ছায় অন্ততপক্ষে একটি বিষয়ের উপর পড়াশুনা করার সুযোগ মিলে যায়, অর্থাৎ যে কোন একটি বিষয়ের উপর ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্যতা মেলে। আর এটি কেবলই সম্ভব হয় আয়ত্তের মধ্যে এবং সুলভে বিভিন্ন বিভাগ থেকে ভর্তি ফরম কেনার ফলে। কিন্তু এবার অর্থাৎ ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু খুব কম ছাত্র-ছাত্রীদেরই পক্ষে হয়ত সম্ভব হবে যে কোন ৭ (সাত)-টি বিষয়ের উপর ৭০০ (সাতশ') টাকা ভর্তি ফরম কিনে পরীক্ষা দেয়া। তার ওপর ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবার জন্যে বিভিন্ন মূল্যের এবং বিভিন্ন মানের ভর্তি গাইডের কথা তো বাদই দিলাম। অনেক ক্ষেত্রে এইসব গাইডের প্রয়োজনও পড়ে।

তাই সব কথার শেষ কথা, শিক্ষা সবার জন্যে করা হোক, সবাইকে সুযোগ দেয়া হোক, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলো থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নেবার জন্যে।

সবার জন্যে শিক্ষার দ্বার খুলে দেয়া হোক, শিক্ষার একটা সহজ-সরল রূপরেখা তৈরি করা হোক। সঠিক এবং বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তের অভাবে শিক্ষায় কোন সংকোচন নীতি আসুক— এটা কারোরই কাম্য নয়।

—মোঃ রুবাইয়েৎ হোসেন খান রিংকু

মেডিকেল কলেজে ভর্তি প্রসঙ্গে

১৯৯১-৯২ শিক্ষা বর্ষে মেডিকেল কলেজসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার নিমিত্তে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পর মেধাভিত্তিক ৩৫০ জন ছত্র-ছাত্রীকে ওয়েটিং লিস্টে রাখা হয়। ইতিপূর্বে এদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির জন্য ডাকা হয়। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম এখনও প্রায় ৮০টি সীট খালি আছে। ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী এ ব্যাপারে মহাখালী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে যোগাযোগ করলে বলা হয়, মন্তরণালয়ের আদেশ ছাড়া ছাত্র ভর্তি করা যাবে না। ওয়েটিং লিস্টে এমনও অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা অন্য কোথাও ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও মেডিকেল কলেজে পড়বে এ আশায় দিন কাটাচ্ছে কবে তাদের ভর্তির জন্য ডাকা হবে। যেখানে একটা সীটের জন্য শত শত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে, সেখানে একটা সীটের যে কি মূল্য তা বোধ করি নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এমতাবস্থায় এতগুলো সীট শূন্য রাখার আদৌ কোন যুক্তি আছে বলে আমরা মনে করি না।

কাজেই এ বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে, আপনারা বিষয়টি একটু গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখুন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত জীবনের দিকে তাকিয়ে যতশীঘ্র সম্ভব ওয়েটিং লিস্ট থেকে শূন্য আসন পূরণ করে ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করুন।

—মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া।

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা থেকে মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করা হোক

গত সেশন থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার নিয়ম চালু করা হয়েছে, এই মৌখিক পরীক্ষা মেধা যাচাইয়ের সহায়ক না হয়ে গত সেশনে অনেক অযোগ্য ছাত্র/ছাত্রীকে মেডিকেলে সুযোগ করে দেয় দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে। বঞ্চিত হয় অনেক মেধাবী, যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র/ছাত্রী। গত সেশনের ছাত্র/ ছাত্রীরা এ নব বৈষম্যমূলক পদ্ধতির তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু, কর্তৃপক্ষ কোন এক অজ্ঞাত কারণে মৌখিক পরীক্ষা রেখে দেন। অথচ, এর আগে যে পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হত তা ছিল অতি উত্তম পদ্ধতি। ১৫০ নম্বরের MCQ পদ্ধতির উত্তরপত্র কম্পিউটারে দেখা হত এবং স্কোরিং করা হতো বলে কারচুপির কোন সুযোগ ছিল না। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ, এই সেশনের ভর্তি পরীক্ষা থেকে মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করে পূর্বের নিয়মে ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হোক।

—মোহাম্মদ আবু নাছের টিপু।